দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 25 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 5 ...

249

শিক্ষকদের প্রতি অশালীন আচরণ ॥ ১১ জন ছাত্রীর প্রতি শো'কজ নোটিস

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ গত বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলে ২ জন প্রকৌশলীসহ হলের ২ জন আবাসিক শিক্ষিকাকে রাতে ৬ ঘন্টা হলের অফিস কক্ষে তালাবদ্ধ করিয়া রাখা, আলোচনার জন্য গমনকারী প্রক্টর ও শিক্ষকদের প্রতি অশালীন আচরণের অভি-

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষকদের প্রতি

(১ম পৃঃ পর)

যোগে হলের ১১ জন ছাত্রীর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ গতকাল (শুক্রবার) কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করিয়াছে। আগামী ২৭শে মার্চ সকাল ১১টার মধ্যে নোটিসের জবাব দিতে বলা হইয়াছে। হল সূত্রে জানা যায়, পিলখানা হইতে মৈত্রী হলে পানি সরবরাহ হইয়া থাকে। কিন্তু বুধবার পিলখানার পাম্প নষ্ট হইয়া বেলা ২টা হইতে হলে পানি সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়। কয়েকটি ড্রামে রক্ষিত মওজুত পানি শেষ হইয়া গেলে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবীতে ছাত্রীরা হলে বিক্ষোভ করিতে থাকে। ট্রাকযোগে হলে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য কর্তৃপক্ষ রাত ৮টার দিকে ২ জন প্রকৌশলীসহ পানি মিস্ত্রী প্রেরণ করে। তাহারা হল অফিসে আবাসিক শিক্ষিকাদের সহিত আলোচনা করিতে গেলে ছাত্রীরা অফিস কক্ষের বাহির হইতে তালা ঝুলাইয়া দেয়। তাঁহাদের মুক্ত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, এস, এম, হল এবং জহুরুল হক হলের প্রভোষ্ট মৈত্রী হলে গমন করিলে ছাত্রীরা ভিসি ও প্রক্টরের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয় এবং তাহাদের সহিত উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করিতে থাকে। এক পর্যায়ে প্রক্টর ও শিক্ষকদের উপর ছাত্রীরা ঢিল ও কাদা নিক্ষেপ করে। ছাত্রীরা পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং হলে ভিসি না আসা পর্যন্ত আটক প্রকৌশলী ও শিক্ষিকাদের মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এ অবস্থায় প্রক্টর ও শিক্ষকরা ভিসির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে পরিস্থিতি অবহিত করেন।

ভিসির নির্দেশে রাত সাড়ে ১২টায় প্রক্টর ডঃ নজরুল ইসলাম ভিসি ভবন হইতে এস,এম,হল জহুরুল হক হলের প্রভোষ্ট ও মৈত্রে হলের খণ্ডকালীন আবাসিক শিক্ষিকা মিসেস শ্যামলী আকবরকে সংগে নিয়া একটি মাইক্রোবাসযোগে মৈত্রী হলে যাত্রা করেন। বাসটি নিউ মার্কেটের নিকট আসিলে বিপরীত দিক হইতে আগত একটি দ্রুতগামী ট্রাক বাসে ধাক্কা দিলে মিসেস শ্যামলী আকবর আহত হন। তাহাকে একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। রাত ১টার দিকে প্রক্টর ও অপর দুই হলের প্রভোষ্ট মৈত্রী হলে যান এবং শ্যামলীর আহত হওয়ার ও ভিসির নির্দেশের কথা জানান। কিন্তু ইহাতেও ছাত্রীরা আটকদের মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানাইতে থাকে। পরে রাত ২টার দিকে ছাত্রীরা প্রকৌশলী ও শিক্ষিকাদের মুক্তি দেয়। কারণ দর্শাও নোটিসপ্রাপ্ত ১১ জন ছাত্রী হইতেছে: জয়রাণী, সন্ধ্যা তালুকদার, বদরুন্নেসা খুকু, ফজিলা খানম জ্যোৎস্না, উম্মে হাবিবা সুমী, আলেয়া নাসরিন, আসমা আক্তার শাপলা, নুরজাহান আখতার, শাহরিন, রওনক জাহান ও ফিরোজা খানম।

প্রক্টর জানাইয়াছেন, ছাত্রীরা কারণ দর্শাও নোটিস গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছেন। ফলে হলের নোটিস বোর্ডে এই নোটিস টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে।